**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**
**অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ**

**(শুল্ক)**

**(প্রজ্ঞাপন)**

তারিখ ঃ ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/১০ জুন, ২০১০ খ্রীষ্টাব্দ

**এস.আর.ও নং ১৮২-আইন/২০১০/২৩০০/শুল্ক।**- Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এর section 125 এবং section 129A এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং section 219 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**- (১) এই বিধিমালা ট্রানশিপমেন্ট ও ট্রানজিট পণ্যের কাস্টমস্ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা ১ জুলাই, ২০১০ তারিখে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) "আইন" অর্থ Customs Act, 1969 (Act IV of 1969);

(খ) "ইমপোর্ট মেনিফেস্ট" অর্থ আইনের section 2 এর clause (ll) তে সংজ্ঞায়িত import manifest;

(গ) "কাস্টমস্ ষ্টেশন" অর্থ আইনের section 2 এর clause (K) তে সংজ্ঞায়িত customs-station;

(ঘ) "ট্রানজিট (transit)" অর্থ বাংলাদেশের কোন কাস্টমস ষ্টেশনে পণ্য আমদানির পর উক্ত পণ্য একই পরিবহনের মাধ্যমে অন্য কোন কাস্টমস্ ষ্টেশন দিয়া দেশের বাহিরে রপ্তানি হওয়া;

(ঙ) "ট্রানশিপমেন্ট (transhipment)" অর্থ বাংলাদেশের কোন কাস্টমস ষ্টেশনে পণ্য আমদানির পর উক্ত পণ্য অন্য পরিবহনের মাধ্যমে একই বা অন্য কোন কাস্টমস্ ষ্টেশন দিয়া দেশের বাহিরে রপ্তানি হওয়া, এবং এক কন্টেইনার হইতে অন্য কোন কন্টেইনারের মাধ্যমে রপ্তানী হওয়াও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(চ) "ডিক্লারেন্ট (Declarant)" অর্থ পণ্যের বাহনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা তাহার এজেন্ট অথবা পণ্যের রপ্তানীকারক কর্তৃক পণ্যের ট্রানশিপমেন্ট বা ট্রানজিটের জন্য মনোনীত ব্যক্তি বা পণ্যের রপ্তানীকারকের এজেন্ট;

(ছ) “পণ্য বাহনকারী (transporter)” অর্থ বাংলাদেশ রেলওয়ে, জাহাজ মালিক বা কন্টেইনার ট্রেইলারের মালিক অথবা কাভার্ড ভ্যান বা কাভার্ড ট্রাক এর মালিক অথবা হ্যান্ডলিং বা ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি, যাহার পরিবহনে ট্রানশিপমেন্ট অথবা ট্রানজিট এর উদ্দেশ্যে পণ্য পরিবাহিত হইবে;

(জ) “বোর্ড” অর্থ National Board of Revenue Order, 1972 (P.O. No. 76 of 1972) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত National Board of Revenue;

(ঝ) “যথোপযুক্ত কর্মকর্তা” অর্থ আইনের section 2 এর clause (b) তে সংজ্ঞায়িত appropriate officer।

৩। **পণ্য পরিবহনের মাধ্যম ।- (১)** ট্রানশিপমেন্ট ও ট্রানজিট এর উদ্দেশ্যে বা বাণিজ্যিকভাবে আমদানিকৃত পণ্য পৃথক পৃথকভাবে কাভার্ড কন্টেইনার বা কাভার্ড ট্রাক এ পরিবহন করিতে হইবে।

(২) কোন পণ্য কনটেইনারবাহী না হইলে জাহাজযোগে বা রেলপথে শুধুমাত্র বাল্ক পণ্য হিসাবে পরিবহন করা যাইবে।

(৩) বিধি (১) এর অধীন ট্রানশিপমেন্ট বা ট্রানজিটের উদ্দেশ্যে কোন পণ্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কাস্টমস্ ষ্টেশন দিয়া আমদানি বা রপ্তানি করা যাইবে।

৪। **পণ্যের ঘোষণা ।-** (১) ট্রানশিপমেন্ট ও ট্রানজিট এর ক্ষেত্রে কোন পণ্য আমদানি পর্যায়ে ইমপোর্ট মেনিফেস্ট এ সুস্৺ষ্টভাবে "For Transhipment (ট্রানশিপমেন্টের জন্য)" অথবা "For Transit (ট্রানজিটের জন্য)" উলে-খ করিতে হইবে, তবে যেই ক্ষেত্রে ইমপোর্ট মেনিফেস্ট ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে দাখিলের সুযোগ রহিয়াছে সেই ক্ষেত্রে অন লাইনে উহা দাখিল করা যাইবে।

(২) ডিক্লারেন্ট উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন পণ্য আমদানির পর কাস্টমস্ ষ্টেশনে উক্ত পণ্যের ট্রানশিপমেন্ট অথবা ট্রানজিটের বিষয়ে ঘোষণা সম্বলিত বিল অব এন্ট্রি দাখিল করিবেন।

৫। **ট্রানশিপমেন্ট বা ট্রানজিট ফি ।-** (১) ট্রানশিপমেন্ট এবং ট্রানজিট এর ক্ষেত্রে নিম্নরূপ হারে ফি এন্ট্রি পয়েন্ট কাস্টমস্ ষ্টেশনে আদায়যোগ্য হইবে, যথা:-

(ক) সড়ক পথে বা রেলপথে প্রতি TEU কন্টেইনারের ক্ষেত্রে ১০,০০০ টাকা;

(খ) সড়কপথে কাভার্ড ভ্যান বা কাভার্ড ট্রাকে প্রতি টন পণ্যের ক্ষেত্রে ১,০০০ টাকা;

(গ) নন-কনটেইনার জাহাজ বা রেলযোগে পরিবহনের ক্ষেত্রে বাল্ক পণ্য প্রতি টন ১,০০০ টাকা।

(২) শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হারে পণ্যের স্ক্যানিং চার্জ পরিশোধযোগ্য হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এবং (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শুল্ক কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক ট্রানশিপমেন্ট বা ট্রানজিট এর ক্ষেত্রে অন্য কোন চার্জ বা টোল, ইত্যাদি আরোপিত হইলে উহা ডিক্লারেন্ট কর্তৃক পরিশোধযোগ্য হইবে।

(৪) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন সমুদ্র বন্দর বা বিমান বন্দর দিয়া পণ্য আমদানির পর উহা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া একই সমুদ্র বন্দর বা বিমান বন্দর দিয়া পুনরায় রপ্তানি করা হইলে, এইরূপ ট্রানশিপমেন্ট পণ্য বা ট্রানজিট পণ্যের ক্ষেত্রে এই বিধির অধীন কোন ট্রানশিপমেন্ট ফি বা ট্রানজিট ফি প্রযোজ্য হইবে না।

৬। **পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে সুরক্ষা ব্যবস্থা**।- (১) ট্রানশিপমেন্টের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এন্ট্রি পয়েন্ট কাস্টমস্ ষ্টেশনে কোন পণ্য ভিন্ন বাহনে বা ভিন্ন পরিবহনের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হইবার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে, যথা:

(ক) উক্ত পণ্য কন্টেইনারজাত বা কাভার্ড ভ্যান বা কাভার্ড ট্রাকজাত হইলে উহা কাস্টমস্ কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত সীল দ্বারা সুরক্ষিত করিতে হইবে; এবং

(খ) উক্ত পণ্য জাহাজজাত হইলে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস্ ষ্টেশন পণ্যের বিস্তারিত তথ্য অগ্রীম ভিত্তিতে পরবর্তী কাস্টমস্ ষ্টেশনে প্রেরণ করিবে।

(২) ট্রানজিট পণ্যের ক্ষেত্রে এন্ট্রি পয়েন্ট কাস্টমস্ ষ্টেশনে, স্থানান্তরিত হইবার ক্ষেত্রে, নিম্নরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে, যথা:

(ক) উক্ত পণ্য কন্টেইনার, কাভার্ড ভ্যান বা কাভার্ড ট্রাকে আমদানিকৃত হইলে উক্ত কন্টেইনার, কাভার্ড ভ্যান বা কাভার্ড ট্রাকটি কাস্টমস্ কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত সীল দ্বারা সুরক্ষিত করিতে হইবে; এবং

(খ) উক্ত পণ্য জাহাজে আমদানিকৃত হইলে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস্ ষ্টেশন পণ্যের বিস্তারিত তথ্য পরবর্তী কাস্টমস্ ষ্টেশনে অগ্রীম প্রেরণ করিবে।

(৩) ট্রানশিপমেন্ট বা ট্রানজিট পণ্যের বাহন পরবর্তী কাস্টমস্ ষ্টেশনে পৌঁছানোর পর কাস্টমস্ কর্মকর্তাগণ কন্টেইনার, কাভার্ড ভ্যান বা কাভার্ড ট্রাকের ক্ষেত্রে সীল এর অখন্ডতা (integrity) পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং জাহাজের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কাস্টমস্ ষ্টেশন হইতে অগ্রীম প্রাপ্ত তথ্য মিলাইয়া দেখিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন পরীক্ষান্‌ে সীল এর অখন্ডতা না পাওয়া গেলে উহার জন্য পণ্য বাহনকারী (transporter) দায়-দায়িত্ব বহন করিবেন এবং তাহার বির" দ্ধে আইনের অধীন শাস্‌িম—লক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৭। **পণ্যের ইন্সিওরেন্স**।- ট্রানশিপমেন্ট বা ট্রানজিট পণ্যের ক্ষেত্রে প্রতিটি চালানের সাথে যথাযথ ইন্সিওরেন্স কভার নোট থাকিতে হইবে, তবে ইন্সিওরেন্স কভার নোট সংগ্রহ করা সম্ভব না হইলে সংশি-ষ্ট দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত 'গ্যারান্টি আন্ডারটেকিং' গ্রহণযোগ্য হইবে।

৮। **পণ্যের পরীক্ষণ**।- (১) কন্টেইনার, কাভার্ড ভ্যান বা কাভার্ড ট্রাকে পরিবহনের ক্ষেত্রে বিধি ৬ এর অধীন কাস্টমস্ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত সীল যতক্ষণ পর্যন্‌ে সুরক্ষিত থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্‌ে কাস্টমস্ কর্মকর্তাগণ উক্ত পণ্য কায়িক পরীক্ষা করিবেন না, তবে সীল ভাঙ্গা অবস্থায় পাওয়া গেলে মধ্যবর্তী বা এক্সিট পয়েন্ট কাস্টমস্ স্টেশনের কাস্টমস্ কর্মকর্তাগণ উক্ত পণ্য কায়িক পরীক্ষা করিয়া পণ্যের ঘোষণার সঠিকতা যাচাই করিবেন এবং ঘোষণার সহিত অসামঞ্জস্য পাওয়া গেলে ডিক্লারেন্ট এর বির" দ্ধে আইনের অধীন শাস্‌িম—লক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং ঘোষণা অপেক্ষা কম প্রাপ্ত পণ্যের বিপরীতে প্রযোজ্য শুল্ক করাদি ডিক্লারেন্ট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

(২) বিধি (৩) এর উপ-বিধি (২) এর অধীন জাহাজযোগে বা রেলপথে বাল্ক পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে পণ্য সম্‌র্কিত ঘোষণার সহিত কোন অসামঞ্জস্য প্রতীয়মান না হইলে পণ্য কায়িক পরীক্ষা করা হইবে না, তবে কোন অসামঞ্জস্য প্রতীয়মান হইলে মধ্যবর্তী ও এক্সিট পয়েন্ট কাস্টমস্ ষ্টেশনে কাস্টমস্ কর্মকর্তাগণ উক্ত পণ্য কায়িক পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং সেক্ষেত্রে প—র্ববর্তী কাস্টমস্ ষ্টেশন হইতে প্রাপ্ত অগ্রীম তথ্যের সঙ্গে মিল না পাওয়া গেলে ডিক্লারেন্ট এর বির" দ্ধে আইনের অধীন শাস্‌িম—লক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং ঘোষণা অপেক্ষা কম প্রাপ্ত পণ্যের বিপরীতে প্রযোজ্য শুল্ক করাদি ডিক্লারেন্ট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এ যাহাই থাকুক না কেন, যেই সকল এন্ট্রি পয়েন্ট কাষ্টমস্ ষ্টেশনে কন্টেইনার স্ক্যানিং ব্যবস্থা রহিয়াছে, সেই সকল ষ্টেশন দিয়া আমদানিকৃত ট্রানশিপমেন্ট পণ্য বা ট্রানজিট পণ্য স্ক্যানিং করাইতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন আমদানিকৃত ট্রানশিপমেন্ট পণ্য বা ট্রানজিট পণ্য স্ক্যানিং করা হউক বা না হউক কমিশনার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা প্রয়োজন মনে করিলে দৈব চয়ন পদ্ধতিতে যে কোন চালান কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করিতে পারিবেন।

৯। **ক্রু/নাবিকদের ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী ও পরিবহন সংশি-ষ্ট সামগ্রী।**- (১) পণ্য বহনকারী কন্টেইনার ট্রেইলার, কাভার্ড ট্রাক বা জাহাজের ক্রু/নাবিক বাংলাদেশে অবস্থানকালীন সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত ব্যবহার্য দ্রব্য, যেমন পরিধেয় বস্¿, বিছানাপত্র এবং রান্না করা খাদ্য দ্রব্য শুল্ক-কর ব্যতিরেকে আমদানি করিতে পারিবেন।

(২) পণ্য বহনকারী যানের সাপ-ই ট্যাংকে বোঝাইকৃত জ্বালানী, পণ্য বহনকারী যানের জর" রী মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় স্' য়ার পার্টস্ এবং টুলস শুল্ক-কর মুক্ত হইবে, তবে এক্ষেত্রে এন্ট্রি পয়েন্টের কাস্টমস্ ষ্টেশনে উহার তালিকা বা বিবরণ দাখিল করিতে হইবে এবং এক্সিট পয়েন্টের কাস্টমস্ ষ্টেশনে তা পরীক্ষিত ও যাচাইকৃত হইতে হইবে।

১০। **এক্সিট পয়েন্ট কাষ্টমস্ ষ্টেশন এর কার্যক্রম।**- পণ্য এক্সিট পয়েন্ট কাষ্টমস্ ষ্টেশনে পৌছানোর পর যথোপযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত পণ্যের বিপরীতে এন্ট্রি পয়েন্ট হইতে প্রদত্ত রিলিজ অর্ডার, ট্রানশিপমেন্ট বা ট্রানজিট ফি পরিশোধের রশিদ, ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া সঠিক পাইলে উক্ত পণ্য রপ্তানীর অনুমতি প্রদান করিবেন।

১১। **কতিপয় পণ্যের ক্ষেত্রে বিধিমালার অপ্রযোজ্যতা।**- এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই বিধিমালা নিম্নলিখিত পণ্যসম—হের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা:-

(ক) আইনের section 15 এর অধীন আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য;

(খ) অস্¿শস্¿ ও গোলাবার" দ;

(গ) মদ ও মাদক দ্রব্য; এবং

(ঘ) বিপদাপন্ন প্রজাতির তালিকাভূক্ত প্রাণী, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু।

১২। **ট্রানশিপমেন্ট বা ট্রানজিট ব্যবস্থার কার্যকারিতা।**- এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ট্রানশিপমেন্ট অথবা ট্রানজিটের বিষয়টি সংশি-ষ্ট দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তি বা Agreement সাপেক্ষে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

**স্বাক্ষরিত/-**
( ড. মোঃ খায়ের" জ্জামান মজুমদার )
প্রথম সচিব (শুল্ক ঃ নীতি ও বাজেট)।